দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

মেমো নং : ডি.এম.এফ/প্রেসিডেন্ট/১০/২১ ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২১

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী,
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়ঃ বন্ধ থাকা মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা বিমা অবিলম্বে চালু করার আবেদন

মাননীয়া মহাশয়া,

পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ মৎস্যজীবী সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। একান্ত নিরুপায় হয়ে একটি অত্যন্ত গুরুতর ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও প্রতিকার চাইছি।

দেশের কর্মরত মৎস্যজীবীরা 'গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইন্সিওরেন্স স্কিম ফর এক্টিভ ফিশারমেন'-এর আওতায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা ও আহত হলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ পেতেন। মৎস্য শিকার একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। সমুদ্রে ও নদীতে খারাপ আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। সুন্দরবনে বাঘ-কুমিরের আক্রমণে অনেক মৎস্যজীবী মারা যান। মৃত ও আহত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের গরীব পরিবারগুলির কাছে এই আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবি ও লড়াইয়ের ফলে সংস্থানটি চালু হয়েছিল। অথচ ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে নিহত বা আহত মৎস্যজীবীদের অসহায় পরিবারগুলি মৎস্যবিভাগের দপ্তরগুলিতে ঐ আর্থিক সহায়তা বা বিমা রাশির জন্য আবেদন করলে তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১লা জুন, ২০১৭ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্পটিকে 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা'-র সাথে যুক্ত করে। বেনফিশ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জানিয়েছেন যে ১০ ডিসেম্বর ২০১৭-র পর থেকে রাজ্য সরকার প্রদেয় 'গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইন্সিওরেন্স স্কিম ফর এক্টিভ ফিশারমেন'-এর আর কোন অস্তিত্ব নেই এবং উক্ত প্রকল্পের অধীনে বিমা রাশি প্রদানের আবেদনগুলি ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এই দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্পটিকে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'-র অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং বিমা রাশিটিকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছেন ও মৎস্যশিকারি, মৎস্যচাষী, মৎস্যভেন্ডর সহ সবধরণের মৎস্যকর্মীদের দুর্ঘটনা বিমার আওতায় নিয়ে এসেছেন। যেহেতু এই বিমা প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

মৎস্যদপ্তরের মাধ্যমে কার্যকরী হয় তাই রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে এই রাজ্যে প্রকল্পটি চালু হতে পারছে না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীরা বর্তমানে কোন দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্পের সুবিধাই পাচ্ছেন না।

নিহত ও আহত মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলির কাতর আবেদন আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে এই চিঠি দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে এই বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিয়ে অসহায়, বিপন্ন মৎস্যজীবী পরিবারগুলিকে সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

মেমো নং : ডি.এম.এফ/প্রেসিডেন্ট/১০/২১/১(৩) ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২১

অবগতির জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হল –

১। মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আই. টি. টাওয়ার, ৭ ও ৮ তম তল, জি এন ব্লক, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১;

২। মাননীয় সচিব, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আই. টি. টাওয়ার, ৭ ও ৮ তম তল, জি এন ব্লক, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১;

৩। মাননীয়া অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মীন ভবন, জি এন ব্লক, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১;

প্রদীপ চ্যাটার্জী

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

22/02/2021
Certificate not Verified
Directorate of Fisheries, W.B
Meen Bhaban
31, G. N. Block, Sec V
Salt Lake, Kol 91

Fisheries Department
Govt. of West Bengal